আগামী দিনে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন দেখছে ওরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নিমতৌড়ি ঃ নিমতৌড়ি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের মূক-বধির ছাত্রছাত্রীরা মাধ্যমিক পাশের ধারা অব্যাহত রাখল। ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রণালয়ের আর্থিক সহায়তায় দীনদয়াল প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন প্রকল্পের অধীন এই বিশেষ বিদ্যালয়ে ৫০ জন মূক-বধির ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠনের সুযোগ রয়েছে। বিগত বছরের মতো এই বছরেও ৪ জন মূক-বধির ছাত্রছাত্রী সমন্বিত শিক্ষার মধ্য দিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছিল। এরা সকলেই মাধ্যমিক পাশ করেছে। পূজা বেরা ৩৪২, সুস্মিতা মহিষ, তনুশ্রী দন্ডপাঠ ২৯১ ও বিজয় মাইতি ২৮৭। মাধ্যমিক পাশ করে খুশির আনন্দে এরা আত্মহারা। শুধু তাই নয় মুখ্যমন্ত্রী তিন কন্যাশ্রী শুধু পড়াশোনার নয়, এর সাথে সাথে ট্রেলারিং শিখে ও নৃত্য শিখে স্বনির্ভর হচ্ছে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন হওয়ার জন্য এদের একটু বেশী বয়সে পড়তে শুরু করে। তাই প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদক যোগেশ সামন্ত বলেন, সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে লেখাপড়ার সাথে সাথে স্বনির্ভর করে তুলতে পেরে আমরা আনন্দিত। বিজয়ও ফার্নিচারের কাজ শিখেছে। ওদের মতো লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে আগামী দিনে ভারত সরকার যাতে এই বিদ্যালয়টি উচ্চ বিদ্যালয়ের অনুমোদন উত্তীর্ণ করে তার জন্য সাধারণ সম্পাদক বিভাগীয় দপ্তরের মন্ত্রী ও মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানানোর জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু তিনি ক্ষোভের সঙ্গে জানান, সর্ব শিক্ষা মিশন এই সকল বিদ্যালয়ের জন্য সাহায্যের হাত গুটিয়ে রেখেছেন। আগামীদিনে সর্বশিক্ষা মিশন এগিয়ে এলে জেলায় আরও অনেক বেশি শ্রবণ-দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধীর শিক্ষার সুযোগ পেতে পারবে। এছাড়াও ভগবানপুর ২ ব্লকের পাঁউশি অন্ত্যোদয় অনাথ আশ্রমের ১১ জন আবাসিক এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। এরা প্রত্যেকেই সফলতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে। এদের মধ্যে ৬ জন ছেলে এবং ৫ জন মেয়ে। ছেলেদের মধ্যে সুব্রত দাশ (৪৩৮), বিশ্বজিৎ জানা (৪০৩), রঞ্জন দাস (৩৯১), বিজয় দোলাই (৩৩৩), শুভ্র পাইক (২৭৬), সুজয় সরকার (২৭৩) ও মেয়েদের মধ্যে শীতল যাদব (৪১৫), মুনমুন জানা (৩৮৫), বীনা মাইতি (৩৭৬), শম্পা প্রামাণিক (৩৫৫), পূর্ণিমা বেরা (২৪৮) পেয়েছে। এদের মধ্যে কারোর মা আছে বাবা নেই, কারোর মা বাবা কেউই নেই। ছোটোবেলা থেকে এরা আশ্রমে থেকেই বড় হচ্ছে। অভিভাবকের অভাব সত্ত্বেও এরা ইচ্ছে, তাগিদ ও মনের জোরে পড়াশোনা করে এগিয়ে এসেছে। তাদের বিশেষভাবে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আশ্রমের কর্ণধার বলরাম করণ। উচ্চ শিক্ষার জন্য আশ্রম তাদের পাশে থাকবে এই আশ্বাস দেন। আশ্রমের অধিক্ষক ময়না করণ পাল জানান, আগে যে সমস্ত ছেলেমেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেছিল উচ্চশিক্ষার জন্য আশ্রম তাদের পাশে যে ভাবে আছে ঠিক তেমনিভাবে এদের কাছে আশ্রম আগামীদিনেও থাকবে তার আশ্বাস দেন। আশ্রমের পক্ষ থেকে এদেরকে ফুলের তোড়া ও মিষ্ঠিমুখ করিয়ে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। আশ্রম আজ ৮ তারিখ প্রকাশিত হওয়া উচ্চ মাধ্যমিকে ৫ জনের ভালো ফলের আশা করছে।

চ্যাম্পিয়ন জে আই ইউনাইটেড

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা পরিচালিত ১৭ দলের সিনিয়র ডিউজ লিগ ক্রিকেট কেএনসি চ্যালেঞ্জ কাপ শেষ হল। প্রতিযোগিতা চলে ১০০ দিন ধরে। ফাইনালে মুখোমুখি হয় জে আই ইউনাইটেড ও কন্টাই ক্রিকেট কোচিং সেন্টার। সকালে টসে জিতে জেআই ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয় নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৯৭ রান করে। পরে কোচিং সেন্টার ব্যাট করতে নেমে ৮ উইকেট হারিয়ে ১১৪ রান করে। ম্যান অফ দি ম্যাচ জে আই-এর সোহেল হোসেন। কেএনসি চ্যালেঞ্জ কাপ চ্যাম্পিয়ন জেআই ইউনাইটেড কে মঞ্জুশ্রী মন্ডল স্মৃতি ট্রফি-সহ নগদ ১৫ হাজার টাকা ও সার্টিফিকেট এবং রানার্স দল কন্টাই ক্রিকেট কোচিং সেন্টারকে পুলিন গুড়িয়া স্মৃতি ট্রফি-সহ নগদ ১০ হাজার টাকা ও সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া সেরা খেলোয়াড় আনন্দ মাইতি (মল্লিক ব্রাদার্স), সেরা ব্যাটসম্যান ঋত্বিক মাইতি (কোচিং সেন্টার), সেরা উইকেট কিপার তসরিফ খাঁন (কোচিং সেন্টার), সেরা বোলার আনন্দ মাইতি (মল্লিক ব্রাদার্স), সেরা ফিল্ডার সৈকত দাস (জে আই ইউনাইটেড), সেরা প্রতিভাবান খেলোয়াড় তসরিফ খাঁন (কোচিং সেন্টার) কে ব্যক্তিগত সম্মান প্রদান করা হয়। পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সহ সভাপতি সতীনাথ দাস অধিকারি, প্রধান অতিথি ছিলেন রাজ্য স্পোর্টস্ কাউন্সিলের জয়েন্ট সেক্রেটারি বিশ্বরূপ দে, কাঁথি প্রভাত কুমার কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অমিত কুমার দে, জেলা পরিষদের বিদায়ী স্বাস্থ্যকর্মাধ্যক্ষ ডাঃ পার্থপ্রতিম দাস, চ্যাম্পিয়ন ট্রফির দাতা প্রাক্তন খেলোয়াড় বারিদ বরন মন্ডল ও অন্যান্য ট্রফি দাতাগণ। অনুষ্ঠান মঞ্চে কেএনসি এগ্রো প্রাইভেট কোম্পানির কর্ণধার তথা মিন মিত্র সম্মানে ভূষিত মির মোমরেজ আলিকে ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে সম্বর্ধিত করা হয় সেই সঙ্গে সাম্মানিক আজীবন সদস্যপদ দেওয়া হয়। সকলকে অভিনন্দন জানান ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ দত্ত। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংস্থার কোষাধ্যক্ষ রামকৃষ্ণ পন্ডা।

মদ খেতে বাধা দেওয়ায় আত্মহত্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ বেশি মদ খাওয়াতে বাধা। আর তার জেরে পারিবারিক অশান্তি। সেই অশান্তির ফলেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হল এক গৃহকর্তা। নাম সুকুমার শিং (৫৩)। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ৪নং খানামোহান অঞ্চলের অর্জুনী গ্রামের ঘটনা। ঘটনার সূত্রপাত কয়েক মাস আগে থেকেই। সুকুমার শিংয়ের ছেলে শ্রীমন্ত শিং জানান, গত ৩ বছর ধরে প্রতিনিয়ত মদ খেয়ে অশান্তি করত বাবা সুকুমার শিং। তাই বেশি মদ খাওয়াতে বাড়ির লোকজন বকাবকি করলেই অশান্তি শুরু হত। তাই এই অশান্তির জেরে মঙ্গলবার বাড়িতে কেউ না থাকায় ফাঁকা ঘরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে আমার বাবা। সকালে গ্রামের লোকেরা খবর দিলে আমরা আত্মীয় বাড়ি থেকে ফিরে আসি। পুলিশ এসে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে গেছে। তবে পারিবারিক অশান্তি না অন্য কিছু তা খতিয়ে দেখছে ডেবরা থানার পুলিশ।

বিশালাকার ময়াল সাপ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দ্রকোনা ঃ চন্দ্রকোনা টাউনের হুড়হুড়িয়া থেকে উদ্ধার বিশালাকার ময়াল সাপ। আর তার কামড়ে আহত ১ যুবক। বুধবার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকায়। জানা গেছে, ক্ষেতের জমিতে কাজ করতে গিয়েছিলেন হুড়হুড়িয়া এলাকার বছর ২৫শের যুবক। ক্ষেতের জমিতে তিনি দেখেন একটি বড়ো ময়াল সাপ, আর সেই সাপকে ধরতে গেলেই তখন সাপটি কামড়ায় যুবক রামিজ খানের বাম হাতের আঙ্গুলে। স্থানীয় বাসিন্দা রামিজ খান ও সাপটিকে চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, আহত রামিজ সুস্থ আছে। আর সাপটিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বনদফতরে খবর দেওয়া হয়।

দিনমজুরের ছেলের ভালো ফলে খুশি সকলে

সমীর মাহাতো, ঝাড়গ্রাম ঃ দিনমজুরের ছেলে মাধ্যমিকে স্কুলে ভাল ফল করায়, ঝাড়গ্রামের শুকনাখালি গ্রামে খুশির হাওয়া। এদিনও রোজকার মতো দিনমজুরের কাজে বেরিয়ে ছিলেন, ঝাড়গ্রামের দুধকুন্ডি এলাকার শুকনাখালি গ্রামের শেখ হাসান আলি। মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ হতেই উৎফুল্লিত হয়ে ওঠে মন, কেন না তাঁর ছেলে তাজাম্মুল আলি এবারে গজাশিমূল কেসিএম হাইস্কুল থেকে নজরকাড়া ফল করেছে। দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী এই পরিবারের এমনিতেই নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, তার মাঝে তাজাম্মুলের ঠাকুমার চিকিৎসা চালাতে হিমসিম খাচ্ছেন বাবা। এসবের ফাঁকে একাগ্রতায় তাকে এই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে বলে জানান তাজাম্মুল। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর বাংলায় ৮০, ইংরেজিতে ৪৭, অঙ্কতে ৮১, ভৌতবিজ্ঞানে ৬১, জীবনবিজ্ঞানে ৮৭, ইতিহাসে ৮০, ভূগোলে ৮৪, ঐচ্ছিক বিষয়ে ৭৬, মোট প্রাপ্ত নম্বর ৫২০। তাজাম্মুলের এই কৃতিত্বে সবার কাছে বার্তা দিয়েছেন, তাঁরই শিক্ষক মনোরঞ্জন মাহাতো। সোস্যাল মিডিয়ায় অনেকেই ইতিমধ্যে তাঁকে অনেকেই শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন। বাপি দাস বলেন, ইংরেজিতে একটু কম নম্বর হল। তাজাম্মুলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন আদিবাসী কুড়মি সমাজের নেতৃত্ব প্রধান তথা শিক্ষক রাজেশ মাহাতো, গৌতম মাহাতো প্রমুখেরা। তাজাম্মুল তাঁর ঘনিষ্ট মহলে জানান, ইংরেজি পরীক্ষা খানিকটা খারাপ হয়েছিল, তবে এতটা কম নম্বর আসবে বুঝতে পারিনি। শুকনাখালি গ্রামের এক বাসিন্দা বলেন, আমরা অনেকেই ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার চাহিদা মতো সুযোগ-সুবিধা দিতে পারি না। তবুও গ্রামের ছেলে স্কুলে প্রথম, এটাই আমাদের গর্ব, বিরাট পাওনা।

দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোলাঘাট ঃ পেট্রোল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের আকাশছোঁয়া দামবৃদ্ধির প্রতিবাদে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের কোলাঘাট ব্লক কমিটির ডাকে ৬ নং জাতীয় সড়কে সিদ্ধা ও জিঞাদা এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল এবং কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। কুশপুতুলে অগ্নি সংযোগ করেন দলের জেলা কমিটির সদস্য নারায়ণচন্দ্র নায়ক। ঐ উপলক্ষ্যে এক বিক্ষোভ সভায় নারায়ণবাবু বলেন, পেট্রোপণ্যের উপর কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যে কর বসিয়ে রেখেছে তা তুলে নিলে ৮০ টাকার পেট্রোল ৪৫ টাকা, ৭১ টাকার ডিজেল ৪৫ টাকায় বিক্রি করা যেত। কিন্তু উভয় সরকার সে বিষয়ে কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় পেট্রোপণ্যের যেমন দাম বাড়ছে তেমনি সেই অজুহাতে পরিবহনের ভাড়া বৃদ্ধি সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্রের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এর বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সোচ্চার হওয়ার জন্য আহ্বান জানান উনি। ঐ একই দাবিতে জেলার ৪১ নং জাতীয় সড়কের রামতারক ও হলদিয়া-মেচেদা রাজ্য সড়কে তমলুক মানিকতলায় ১ ঘন্টার (বিকাল সাড়ে চারটে থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত) পথ অবরোধ হয়।

৩ হাজার কর্মীর বিজেপিতে যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ তৃণমূল, কংগ্রেস, সিপিআই(এম)-এর স্থানীয়স্তরের ৫০ নেতা-সহ প্রায় ৩ হাজার কর্মী, সমর্থক যোগ দিলেন বিজেপিতে। বুধবার মেদিনীপুর দলীয় কার্যালয়ে তাঁদের হাতে পতাকা তুলে দেন বিজেপি জেলা সভাপতি সমিত দাস। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মহিলা মোর্চা রাজ্য কমিটির সদস্য অপর্ণা নস্কর, জেলা সাধারণ সম্পাদক সৌমেন তিওয়ারি-সহ অন্য নেতৃবৃন্দ। এদিন চন্দ্রকোনা রোডের স্থানীয় তৃণমূল নেতা মুক্তার খান, মইনুদ্দিন খান-সহ বেশ কয়েকজন বিজেপি-তে যোগদান করেন। বিজেপি তে যোগদানের পর মুক্তারসাহেব বলেন, মোদীজির নেতৃত্বে দেশ গঠনের কাজ চলছে। দেশজুড়ে উন্নয়ন হচ্ছে। উন্নয়নে সামিল হয়ে দেশ গড়তে আমি বিজেপিতে যোগ দিলাম। জেলা যুব কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক তন্ময় রায়ও বিজেপিতে যোগ দেন। তিনি বলেন, রাজ্যে তৃণমূল সরকারের আমলে কোনও উন্নয়ন হচ্ছে না। এদিকে, দেশ গড়ছেন মোদীজি। আমরাও তাতে সামিল হতে চাই। যোগদান পর্ব শেষে সমিতবাবু বলেন, তৃণমূলের অত্যাচারের প্রতিবাদে একাধিক নেতা, কর্মী ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছেন। কড়শা অঞ্চলের নির্বাচিত প্রতিনিধি বংশীবদন ঘোষ, তিনি তৃণমূলের কার্যকর্তা। বিগত দিনে তৃণমূলকে ক্ষমতায় আনার মূল কারিগর। এবার তাঁকে টিকিট দেওয়া হয়নি। নির্দলের হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তৃণমূল থেকে টোপ দেওয়া হয়েছিল, ফিরে আসুন। সম্মান পাবেন। ওই টোপ উপেক্ষা করে তিনি এদিন বিজেপিতে যোগ দিলেন। আমাদের পরিবারের অন্যতম সদস্য হিসাবে কাজ করবেন। এছাড়া নারায়ণগড় উত্তরের নির্দল প্রার্থীও যোগদান করলেন। তিনি আরও বলেন, বিশেষত যে অঞ্চলে তৃণমূল সন্ত্রাসের মুক্তাঞ্চল তৈরি করছে সেখানে সেখানে সাধারণ মানুষের প্রতিরোধ গড়ে উঠছে। আর তাই, নারায়ণগড় থেকে সিপিআই(এম)-এর সক্রিয় কর্মীরা বিজেপিতে যোগ দিলেন। তাঁরা বুঝতে পারছেন, সিপিআই(এম)-এ থেকে তৃণমূলের প্রকৃত বিরোধিতা করা যাবে না। দলে আসা সব নেতা, কর্মীদের অভিনন্দন জানাই। তৃণমূল জেলা যুব সভাপতি রমাপ্রসাদ গিরি বলেন, ওরা তৃণমূল কর্মী নয়। নির্দল ছিল, হেরে গেছে। তৃণমূল ওখানে জিতেছে। ওদের হাত ধরে কে যাবে? কেউ তৃণমূল ছাড়েনি।

গ্যাস লিক, গাড়িতে আগুন, আহত ২

নিজস্ব সংবাদদাতা, বেলদা ঃ মঙ্গলবার গভীররাতে ৬০ নং জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা লরিতে হঠাৎই আগুন লাগায় আহত হলেন দুজন। ঘটনাটি ঘটেছে বেলদা থানার কলাবনীর কাছে। হঠাৎ করে আগুন লাগায় চালক ও খালাসির শরীরের বেশ কিছু অংশ পুড়ে যায়। দ্রুত খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ও বেলদা থানার পুলিশ। আগুন নেভানো হয়। চালক ও খালাসিকে উদ্ধার করে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গেছে, খড়গপুরের দিক থেকে ওড়িশার দিকে ফিরছিল গাড়িটি। রাতে খাবার তৈরির জন্য গাড়ি দাঁড় করিয়ে রান্না করছিলেন দুজন। হঠাৎই রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার থেকে গ্যাস লিক করে গাড়িতে আগুন লাগে বলে পুলিশের অনুমান। লরিটি অন্ধ্রপ্রদেশের। ভাষা সমস্যা হওয়ায় চালক ও খালাসির পরিচয় জানতে পারেনি পুলিশ।

মাধ্যমিকের ফলাফলের দিন মায়ের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কেশিয়াড়ি ঃ মেয়ের মাধ্যমিকের ফলাফলের দিন গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করল মা। কেশিয়াড়ির জয়কৃষ্ণপুর গ্রামের ঘটনা। কানাই সিংহের স্ত্রী মৃত আল্পনা (৩৫) মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন বলেই জানা গিয়েছে। বুধবার দুপুরে বাড়ির কিছুটা দূরে পুকুর পাড়ে একটি গাছে ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায় মেয়ে মৌমিতা ও তার ঠাকুমা। কেশিয়াড়ি থানার পুলিশ এসে তাঁর মৃতদেহ সংগ্রহ করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। জানা গেছে, মৌমিতার মায়ের মাথার গন্ডগোল ছিল। তাঁর চিকিৎসাও চলছিল বেশ কিছুদিন ধরে। বুধবার মাঠ থেকে গরু আনতে গিয়ে গলায় দড়ি দেয় বলে জানা যায়। মৌমিতা জয়কৃষ্ণপুর নেহেরু বিদ্যাভবনের ছাত্রী। মায়ের মৃত্যুর ঘটনায় স্কুল থেকে মার্কশিট আনতে যেতে পারেনি। তবে স্কুল সূত্রে খবর মাধ্যমিকে সে কৃতকার্য হয়েছে।

তৃণমূল যুব-র প্রতিবাদ মিছিল ও অবস্থান বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে রামনগর বাজারে প্রতিবাদ মিছিল ও অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে দাবি তোলা হয়, অবিলম্বে পেট্রো-পণ্যের উপরে করের বোঝা কমিয়ে জনতাকে স্বস্তি দিক কেন্দ্রিয় সরকার। প্রথমে রামনগর বাজারে প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। তারপর কয়েক ঘন্টা অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি চলে। রামনগরের বিধায়ক অখিল গিরি বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমলে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শুল্ক হ্রাস করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও কথা রাখেনি নরেন্দ্র মোদী সরকার। গত ২০১৪ সালের পেট্রোলের উপরে শুল্কের হার ছিল লিটার প্রতি ৯ টাকা ৪৮ পয়সা। চার বছরে যা বেড়ে হয়েছে ১৯ টাকা ৪৮ পয়সা। এই কারণে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে ভারতেই পেট্রোল, ডিজেলের খুচরো মূল্য সবচেয়ে বেশি। তার জেরে সাধারণ মানুষের জীবনের আরও নানা ক্ষেত্রেও পর্যায়ক্রমে প্রভাব পড়েছে। এই বোঝা কমাতেই কেন্দ্রিয় সরকারের শুল্ক কমানোর দাবি আমরা তুলেছি। তাঁর অভিযোগ, আম-জনতাকে স্বস্তি দিতে পেট্রো-পণ্যে কর কমাতে কেন্দ্রিয় সরকার নারাজ। এ দিনের অবস্থান বিক্ষাভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা যুব তৃণমূলের কার্যকরী সভাপতি সুপ্রকাশ গিরি, রামনগর ১ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নিতাই চরণ সার, রামনগর ১ নং ব্লকের বিদায়ী জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ সুশান্ত পাত্র প্রমুখ। এদিনের প্রতিবাদ মিছিল ও অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচিতে কয়েক'শ যুব তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকেরা হাজির ছিলেন।